কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ড এর ৬১তম সভার কার্যবিবরণী

কারিগরি কমিটি, জাতীয় বজি বোর্ডের ৬১তম সভা ১১/১১/২০০৮খ্রি. তারিখ বিকাল ০৩.০০ ঘটিকায় জনা এম হারুন-উর-রশীদ, নির্বাহী চেয়ারম্যান, বিএআরসি ও চেয়ারম্যান, কারিগরি কমিটি, জাতীয়ব বীজ বোর্ডে এর সভাপতিত্বে বিএআরসি'র ২নং সম্মেলন কক্ষে অনুষি।টত হয়। সভাপতি মহোদয় সবাইকে স্বাগতম জানিয়ে আলোচ্য সূচী অনুযায়ী ভার কাজ শুরু করার জন্য জনা ননী গোপাল রায়, সদস্য সচিব, কারিগরি কমিটি ও পরিচালক বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী, গাজীপুরকে অনুরোধ জানান। পরিচালক, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী, আলোচ্য বিষয় অনুযায়ী সভার কার্যপত্র উপস্থাপন করেন। সভায় উপস্থি সদস্য, কর্মকর্তা ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিগণের তালিকা পরিশিষ্ট "ক" এ দেয়া হলো।

আলোচ্য বিষয়-১ ঃ কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ডের ৬০তম সভার কার্যবিবরণী অনুমোদন।
কারিগরি কমিটির ৬০তম সভা গত ১৯/৮/২০০৮ইং তারিখ জনাব এম হারুন-উর-রশীদ, নির্বাহী চেয়ারম্যান, বিএআরসি ও চেয়ারম্যান, কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ডের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভার কার্যবিবরনীটি বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর ০১/৯/২০০৮ খ্রি. তারিখের ৪১৩০ (৭৫) সংখ্যক স্মারকের মাধ্যমে সকল সদস্যের নিকট বিতরন করা হয়েছে। উক্ত কার্যবিবরনীটির উপর অদ্যাবধি কোন সদস্যের নিকট হতে কোন মন্তব্য বা মতামত পাওয়া যায়নি। অদ্যকার সভায় উপস্থিত সদস্যবৃন্দ কোনরুপ মতামত বা মন্তব্য না করায় পরিসমর্থনের সিদ্ধান্ত নেয়া যেতে পারে।
সিদ্ধান্ত ঃ কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ড এর ৬০তম সভার কার্যবিবরণীটি সর্ব সম্মতিক্রমে পরিসমর্থিত হলো।

আলোচ্য বিষয়-২ ঃ কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ডের ৫৯তম ও ৬০তম সভার সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়নের অগ্রগতি।
বিগত ০৫/৬/২০০৮ইং ও ১৯/৮/২০০৮ ইং তারিখে ৫৯তম ও ৬০তম সভার সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়নের অগ্রগতি সভায় উপস্থিত সকল সদস্যবৃন্দকে অবগত করানো হয় এবং সন্তোষ প্রকাশ করা হয়।
সিদ্ধান্ত ঃ কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ডের ৫৯তম ও ৬০তম সভার সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়নের অগ্রগতি সদস্যগণকে অবহিত করা হলো।

আলোচ্য বিষয়-৩ ঃ বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত বিআর ৬৯০২-১৬-৫-১-১ কৌলিক সারিটি বোরো মৌসুমের জন্য ব্রি ধান-৫০ হিসেবে ছাড়করণ।
প্রস্তাবিত ব্রি ধান-৫০ এর কৌলিক সারিটি বিআর 6902-16-5-1-1 উক্ত কৌলিক সারি ব্রি উদ্ভাবিত জাত ব্রি ধান-৩০ এর সাথে আইআর 67684B এর সংকরায়নের মাধ্যমে উদ্ভাবিত। ব্রি এর বর্ণনামতে প্রস্তাবিত জাতের জীবনকাল ব্রি ধান-২৮ এর চেয়ে ৭-৮ দিন নাবী কিন্তু ব্রিধান-২৯ জাতের চেয়ে ৭-৮ দিন আগাম। ব্রি ধান ৫০ ঢলে পড়া প্রতিরোধ ক্ষমতা সম্পন্ন যা চেক জাত বাসমতি (India) এবং বাসমতি ৩৮৬ (Pakistan) এ নেই। এ জাতে ফুল ফোটা ৫-৭ দিনের মধ্যেই সম্পন্ন হয় ও পরিপক্ক শিষগুলো ডিগ পাতার উপরে অবস্থান করে বিধায় পুরো ক্ষেত ম্যাটের মত দেখায়, ফলে দেখতে খুব আকর্ষণীয় হয়। ব্রি ধান-৫০ এর ফলন ব্রি ধান-২৮ এর মত কিন্তু বাসমতি ৩৮৬ (Pakistan) ও বাসমতি (India) এর চেয়ে ১ টন বেশি। এ জাতের ধানের চাউলের আকার-আকৃতি পাকিস্তানী এবং ভারতীয় বাসমতি চালের অনুরুপ।

উক্ত জাতটি ২০০৮ সনে বোরো মৌসুমে দেশের ৪টি অঞ্চলের (ঢাকা, যশোর, রাজশাহী ও রংপুর) ১০টি স্থানে ট্রায়াল বাস্তবায়ন করা হয়। ১০টি স্থানেই জাতটিকে ছাড়করণের পক্ষে মাঠ মূল্যায়ন দল কর্তৃক সুপারিশ করা হয়েছে। বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর কন্ট্রোল ফার্মে প্রস্তাবিত জাতটির পর পর দুই বছর ডিইউএস টেষ্ট (DUS Test) সম্পাদন করা হয়েছে। অতঃপর প্রস্তাবের উপর ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের প্রতিনিধির মতামত প্রদানের জন্য বলা হলে ডঃ এ কে জি মোঃ এনামুল হক, সিএসরও ও প্রধান উদ্ভিদ প্রজনন বিভাগ, ব্রি বিভিন্ন ট্রায়ারের ফলাফল উপস্থাপন করেন। জনাব মোঃ হাবিবুর রহমান, অতিরিক্ত পরিচালক, সরেজমিন উইং, ডিএই, খামারবাড়ী, ঢাকা পোকামাকড় ও রোগবালাইর প্রতি প্রস্তাবিত জাতটির প্রতিক্রিয়া জানতে চান। এ বিষয়ে ডঃ এম এ ছালাম, পরিচালক, গবেষণা, ব্রি বলেন যে, জাতটি বোরো মৌসুমে পোকামাড়ক ও রোগবালাই এর আক্রমন হয়।

এ প্রেক্ষিতে ডঃ লুৎফর রহমান, জ্যেষ্ঠতম অধ্যাপক, কৌলিতত্ত্ব ও উদ্ভিদ প্রজনন বিভাগ, বিএইউ, ময়মনসিংহ বলেন যে, যেহেতু Indian বাসমতি এবং Pakistani বাসমতি-৩৮৬ চেক জাত হিসেবে তুলনা করা হয়েছে সেতেহু ভারত ও পাকিস্তানের বাসমতির সাথে প্রস্তাবিত জাতটির DNA finger printing করে এর আরাদা স্বাতন্ত্র বৈশিষ্ট্য নির্ধারণ করা যেতে পারে। তিনি আরো বলেন যে, ধান ও চালের

আকার আকৃতি ভারত ও পাকিস্তানের বাসমতির অনুরুপ বিধায় এ জাতটির স্থানীয় নাম "বাংলা বাসমতি" নামাকরণ করা যেতে পারে। উক্ত প্রস্তাবে সাথে নিম্ন স্বাক্ষরকারীসহ ডঃ আবদুল মান্নান, মহা পরিচালক, বাংলাদেশ ইক্ষু গবেষণা ইনস্টিটিউট ও অন্যান্য সদস্যবর্গ ঐক্যমত পোষন করেন। বিস্তারিত আলোচনার পর নিম্নরুপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় ঃ

সিদ্ধান্তঃ বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত বিআর ৬৯০২-১৬-৫-১-১ কৌলিক সারিটিকে ব্রি ধান-৫০ (বাংলা বাসমতি) হিসেবে বোরো মৌসুমে সারা দেশে চাষাবাদের নিমিত্তে ছাড়করণের জন্য জাতীয় বীজ বোর্ডে সুপারিশ করা হলো।

খ) উক্ত বিআর ৬৯০২-১৬-৫-১-১ কৌলিক সারিটিকে Indian বাসমতি এবং Pakistani বাসমতি-৩৮৬ জাতের সাথে DNA finger printing করতে হবে (দায়িত্বঃ ব্রি এবং এসসিএ)।

আলোচ্য বিষয়-৪ ঃ বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক প্রস্তাবিত ও-৭৯৫ জাতটি বিজেআরআই তোষা-৫ (লাল তোষা) পাট হিসেবে ছাড়করণ।

প্রস্তাবিত ও-৭৯৫ জাতটি বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত। এই জাতটি আফ্রিকান বন্য জাত উগান্ডা রেড ও দেশী জাত ও-৪ এর মাধ্য সংকরায়ণের মাধ্যমে উদ্ভাবন করা হয়েছে। বিজেআরআই এর বর্ণনামতে প্রস্তাবিত ও-৭৯৫ জাতটি প্রধানতঃ ও-৭২, ও-৯৮৯৭ এবং ওএম-১ জাতের বপনের সময় বপন করলেও অকালে ফল আসেনা এ জাতটি উঁচু জমিতে বপন করা যায়। গাছ লম্বা, মসৃন, দ্রুত বর্ধনশীল, ও-৭২ জাতের চেয়েও দ্রুত বৃদ্ধিপায়। কান্ড লাল বা লালচে পত্র বোটার উপর অংশ তামাটে লাল। উপপত্র স্পষ্ট লাল, পাতা লম্বা ও চওড়া। মার্চ মাসের ১ তারিখে বপন করলেও আগাম ফুল আসে না। বীজের রং নীল।

উক্ত জাতটি ২০০৮-০৯ খরিফ মৌসুমে ঢাকা, বরিশাল ও রংপুর অঞ্চলের তিনটি অনষ্টেশন ও তিনটি অনফার্মসহ মোট ছয়টি স্থানে ট্রায়াল বাস্তবায়নপূর্বক মাঠ মূল্যায়ন দল কর্তৃক মূল্যায়ন করা হয়। উল্লেখ্য যে, হেক্টর প্রতি গাছের ঘনত্ব বেশী থাকায় (Population Density Higher) এবং বার্ক (bark) পুরু হাওয়ায় ট্রায়ালকৃত ৬টি স্থানেই প্রস্তাবিত জাতটিকে ছাড়করণের জন্য মূল্যায়ন দল কর্তৃক সুপারিশ করা হয়েছে। বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর কন্ট্রোল ফার্মে প্রস্তাবিত জাতটির পর পর দুই বছর ডিইউএস টেষ্ট (DUS Test) সম্পাদন করা হয়েছে। অতঃপর প্রস্তাবিত জাতটির উপস্থিত পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট এর প্রতিনিধির মতামত আহ্বান করা হয়। এই বিষয়ে ডঃ এম আবক্ষাস আলি, পিএসও, প্রজনন বিভাগ, বিজেআরআই প্রস্তাবিত জাতের বিভিন্ন ট্রায়াল ফলাপল সভায় উপস্থাপন করেন এবং জানান যে, চেকজাত থেকে প্রস্তাবিত জাতের ফলন বেশী এবং রোগবালাই ও পোকামাকড়ের আক্রমন ও অপেক্ষাকৃত কম। এ বিষয়ে জনাব মোঃ হাবিবুর হরমান, অতিরিক্ত পরিচালক, সরেজমিন উইং, ডিএই, খামারবাড়ী, ঢাকা প্রস্তাবিত জাতের জলাবদ্ধতার প্রতিক্রিয়া জানতে চান। এ বিষয়ে ডঃ এম আবক্ষাস আলী উরৈ।রখ করেন যে, ফরিদপুরে ট্রায়াল বাস্তবায়ন কালে বিশেষ করে Harvesting stage জলাবদ্ধতা ছিল এবং তাতে কোন প্রকার রোগবালই পরিলক্ষিত হয় নই। তবে এ বিষয়ে জনাব মোঃ হাবিবুর রহমান উল্লেখ করেন যে, Early stage এ জলাবদ্ধতার প্রতি প্রস্তাবিত জাতের প্রতিক্রিয়া জানা দরকার। প্রস্তাবিত জাতের প্রচলিত নাম রঙ্গিলা তোষা পাট না রেখে "লাল তোষা" পাট রাখার প্রস্তাব করেন। ডঃ লুৎফুর রহমান, জ্যেষ্ঠতম অধ্যাপক, কৌলিতত্ত্ব ও উদ্ভিদ প্রজনন বিভাগ, বিএইউ, ময়মনসিংহ প্রস্তাবিত জাতটি ক্রমানুসারে Pedigree No. উল্লেখ করার জন্য প্রস্তাব করেন। অতঃপর বিস্তারিত আলোচনার পর বিস্তারিত আলোচনার পর নিম্নরুপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় ঃ

সিদ্ধান্ত ঃ বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক প্রস্তাবিত ও-৭৯৫ জাতটি Pedigree No. সংযোজন শর্ত সাপেক্ষে বিজেআরাআই তোষা-৫ (লাল তোষা) পাট হিসেবে ছাড়করণের জন্য জাতীয় বীজ বোর্ডে সুপারিশ করা হলো।

আলোচ্য বিষয়-বিবিধ-১ ঃ জ্যেষ্ঠতম অধ্যাপক, কৌলিতত্ত্ব ও উদ্ভিদ প্রজনন বিভাগ, বিএইউ, ময়মনসিংহ পরিবর্তে প্রধান, কৌলিতত্ত্ব ও উদ্ভিদ প্রজনন বিভাগকে কারিগরি কমিটির সদস্য হিসেবে নির্ধারণ।

ডঃ লুৎফুর রহমান, জ্যেষ্ঠতম অধ্যাপক, কৌলিতত্ত্ব ও উদ্ভিদ প্রজনন বিভাগ, বিএইউ পদাধিকার বলে কারিগরি কমিটির সদস্য ছিলেন না। আগামী ফেব্রুয়ারী/২০০৯ মাসে ডঃ লুৎফুর রহমান চাকুরী থেকে অবসর গ্রহণ করবেন বলে জানান। এ প্রেক্ষিতে কৌলিতত্ত্ব ও উদ্ভিদ প্রজনন বিভাগ, বিএইউ, ময়মনসিংহ কারিগরি কমিটির সদস্য হিসেবে প্রধান কৌলিতত্ত্ব ও উদ্ভিদ প্রজনন বিভাগ, বিএইউ এর নাম প্রস্তাব করেন। উক্ত প্রস্তাবের প্রতি উপস্থিত সকলসদস্য সম্মতি প্রকাশ করেন। উল্লেখ্য যে, ডঃ লুৎফুর রহমান, জ্যেষ্ঠতম অধ্যাপককে কারিগরি কমিটির সূচনালগ্ন থেকে একজন সক্রিয় সদস্য হিসেবে কারিগরি কমিটিতে বিশেষ অবদান রাখার জন্য তাঁকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা হয়। বিস্তারিত আলোচনার পর নিম্নরুপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় ঃ

সিদ্ধান্ত ঃ ডঃ লুৎফর রহমান, জ্যেষ্ঠতম অধ্যাপক, কৌলিতত্ত্ব ও উদ্ভিদ প্রজনন বিভাগ, বিএইউ, ময়মনসিংহ এর অবসর জনিত কারণে তাঁর স্থলে প্রধান, কৌলিতত্ত্ব প্রজনন বিভাগ, বিএইউ, ময়মনসিংহকে কারিগরি কমিটির সদস্য হিসেবে অনুমোদন দেওয়ার জ্য জাতীয় বীজ বোর্ডে সুপারিশ করা হলো।

সভার আর কোন আলোচন না থাকায় সভাপতি মহোদয় উপস্থিত সকল সদস্যগণকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

স্বাক্ষর/-
(ননী গোপাল রায়)
সদস্য সচিব
কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ড
ও
পরিচালক
বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী
গাজীপুর-১৭০১

স্বাক্ষর/-
(এম হারুন-উর-রশীদ)
সভাপতি
কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ড
ও
নির্বাহী চেয়ারম্যান
বিএআরসি, ফার্মগেট
ফার্মগেট, ঢাকা-১২১৫